https ://www.asram.org/texts/theologyBg.html

গ্রীক মূলভাষায় ক্রুশের চিহ্ন

ক্রুশের চিহ্ন করার সময়ে আমরা যে সূত্রটা উচ্চারণ করে থাকি, তা হলো সেই বাণী যা যিশু তখনই উচ্চারণ করেছিলেন যখন প্রেরিতগণকে 'পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে' (বা 'পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে') বাপ্তিস্ম দিতে প্রেরণ করেছিলেন (মথি ২৮:১৯)। সেসময় থেকে মণ্ডলী বাপ্তিস্ম দানকালে সূত্রটা ব্যবহার করে আসছে। তাছাড়া, খ্রিষ্টভক্তগণ সেকাল থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রেও ক্রুশের চিহ্ন-সহ সূত্রটা উচ্চারণ করে থাকে, যেমন সকালে ঘুম থেকে ওঠা ও রাতে শোয়ার সময়ে, ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ে, বিপন্ন হওয়ার সময়ে, ইত্যাদি সময়। আরও, পীড়িত ও মরণাপন্ন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ করার জন্য ও অশুভ শক্তি তথা শয়তান বা অপদূতদের বিতাড়ন করার জন্যও আমরা হাত রেখে বা ডান হাত দিয়ে ক্রুশের চিহ্ন এঁকে বা ক্রুশচিহ্নের আকারে পবিত্র জল ছিটিয়ে সূত্রটা উচ্চারণ করি। বিশ্বাসে আমাদের আদি পিতামাতাগণ ক্রুশের চিহ্নটা প্রবল অস্ত্র বলে গণ্য করতেন। এবং সূত্রটা বাইবেলের একটা বাণী হওয়ায় ভক্তির যোগ্য শুধু নয়, তা ঐশ্বরিক। এ আমাদের পরম্পরাগত বিশ্বাস। তবু সাবধান, ক্রুশের চিহ্ন ও সূত্রটা যেন কুসংস্কারের বস্তু না হয় (প্রেরিত ৮:১৩-২০)। সময় সময় সূত্রটা মূলভাষায় আবৃত্তি করা সমীচীন, খ্রিষ্টিয়ান নয় যাঁরা তাঁরা যেন অনুভব করতে পারেন, খ্রিষ্টিয়ানদের প্রার্থনাগুলোও প্রাচীনতম একটা ভাষা থেকে আগত।

[সূত্রটা প্রাচীন গ্রীক ভাষায় উচ্চারিত। যে যে শব্দের আগে একটা ঊর্ধ্বকমা (') বসানো, সেই সমস্ত শব্দের আগে, হয় খুবই হালকা ভাবে "হ" উচ্চারণ করা যেতে পারে, না হয় কিছুই উচ্চারণ না-ও করা যায়]

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. (Ἀμήν).

এইস্ তো অনোমা তু পাত্রস্
কাই তু 'উইউ
কাই তু 'আগিউ প্নেউমাতোস্। (আমেন)।